22006 - নমিন্ত্রণে সাড়া দওেয়ার হুকুম ও শর্তাবলি

প্রশ্ন

মাঝে মাঝে আমি ছোটখাট কংিবা বড় উপলক্ষে দাওয়াত পাই ..। এ সমস্ত দাওয়াতে অধকিাংশ ক্ষত্রেে গীবত চর্চা, খোঁচা মারা, পারস্পরকি বড়াই করা, পোশাক নয়িে প্রতযিোগতিা করা, (আমার মতো) যারা সাধারণ পোশাক পরে তাদরে নয়িে উপহাস করা এবং চোগলখুরী ঘটে থাকে। সক্ষেত্রেে করণীয় কী? তাছাড়া আমার ঘরোয়া কাজকর্ম থাকে (আমি কোনো গৃহকর্মী আনতে চাই না। এ দাওয়াতগুলোতে যারা আসে তাদরে অধকিাংশরে গৃহকর্মী থাকে। তাই তারা অবসর সময় পায়)। এদকিে আমার স্বামী ও ঘররে মানুষজন আমার মুখাপক্ষেী। বাড়তিে আমার কাটানো প্রতটিি মনিটিরে প্রভাব আছে, ইন শা আল্লাহ। এটইি আমার প্রথম দায়ত্বি। তাছাড়া আমি কুরআন কংিবা উপকারী বই পড়ার জন্য অতরিক্তি সময় চাই। আমি এমন কোনো তুচ্ছ জনসমাগমে হাজরি হতে চাই না যগেুলোর উপকারতিার চয়েে অপকারতিা বশেি; যদওিবা এর কছিু উপকারতিা থকেে থাকে। আমাকে উপদশে দনি, আমার করণীয় উপযুক্ত কাজ কী? আমার জন্য যদি হাজরি না হওয়াটাই সঠকি হয়, তাহলে না যাওয়ার উপযুক্ত কফৈয়িত কী হতে পার? যে মহলিা আমাকে দাওয়াত দয়িছে, সে যদি আমার প্রতি বদ্বিষেপূর্ণ মনোভাব ধারণ কর, আমাকে বপিদে পড়তে দখেলে যদি সে খুশি হয় এবং আমাকে নয়িে বাজে কথা বল, তাহলওে কি তার দাওয়াতে উপস্থতি হওয়া আমার উপর আবশ্যক থাকব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

সহীহ বুখারী (১১৬৪) ও মুসলমি (৪০২২) বর্ণতি আছ, আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে: "মুসলমিরে উপর মুসলমিরে অধকিার পাঁচটি: সালামরে জবাব দওেয়া, অসুস্থ হলে দখেতে যাওয়া, জানাযায় উপস্থতি হওয়া, দাওয়াতে সাড়া দওেয়া এবং হাঁচরি জবাব দওেয়া।"

যে প্রকার দাওয়াতে সাড়া দওেয়ার ব্যাপারে মুসলমি আদষ্টি সে দাওয়াতকে আলমেরা দুই ভাগে বভিক্ত করছেনে:

এক: ববিাহরে দাওয়াত। অধকিাংশ আলমেরে মতে শরয়ী ওজর না থাকলে এই দাওয়াতে সাড়া দওেয়া আবশ্যক। এমন কছিু ওজররে উল্লখে নম্নিে আসবে ইন শা আল্লাহ। এর আবশ্যকতার পক্ষে দলীল হলো বুখারী (৪৭৭৯) ও মুসলমি (২৫৮৫)-এ বর্ণতি হাদীস: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "সবচয়েে নকিৃষ্ট

খাবার ঐ ওলীমার খাবার, যে খাবারে যে আসতে চায় তাকে (অর্থাৎ মসিকীনকে) বাধা দওেয়া হয় এবং যাকে আহ্বান করা হয় সে (অর্থাৎ ধনী) আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে অবাধ্যতা করল।”

দুই: ববিাহরে দাওয়াত ছাড়া অন্যান্য দাওয়াত। অধকিাংশ আলমে মনে করনে যে এই দাওয়াতে সাড়া দওেয়া মুস্তাহাব। কবেল কছিু শাফয়েী এবং যাহরেীরা এর বরিোধতিা করছেনে এবং এটি আবশ্যক করে দয়িছেনে। এই দাওয়াতে সাড়া দওেয়া মুস্তাহাবরে মতটি জোরালো মনে করাই বরং সঠকি মতরে কাছাকাছি হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কন্িতু আলমেরা দাওয়াতে সাড়া দওেয়ার বশে কছিু শর্ত উল্লখে করছেনে। এই শর্তগুলো না পাওয়া গলেে দাওয়াতে উপস্থতি হওয়া ওয়াজবি কংিবা মুস্তাহাব হবে না। বরং উপস্থতি হওয়া হারাম হবে। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে উছাইমীন এই শর্তগুলো সংক্ষপেে উল্লখে করে বলনে:

১- দাওয়াতরে স্থানে মন্দকাজ হবে না। যদি মন্দকাজ সংঘটতি হয়, আর সটেি প্রতহিত করার সক্ষমতা তার থাকে, তাহলে তার জন্য সটেি করার জন্য উপস্থতি হওয়া আবশ্যক হবে। এর কারণ দুটি: দাওয়াতে সাড়া দওেয়া ও মন্দকে পরবির্তন করা। আর যদি সটেি দূর করতে না পার,ে তাহলে তার জন্য উপস্থতি থাকা হারাম হবে।

২- ওলীমায় আহ্বানকারী ব্যক্তি এমন কউে না হওয়া যাকে ত্যাগ করা আবশ্যক অথবা সুন্নাহ।[যমেন: যে প্রকাশ্য পাপ করে। তাকে পরত্যিাগ করলে এই লাভ হবে যে হয়তো সে তাওবা করব]ে

৩- দাওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলমি হওয়া। অন্যথায় আবশ্যক হবে না। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “মুসলমিরে উপর অপর মুসলমিরে হক ...”

৪- ওলীমার খাবার বধৈ হওয়া, যা খাওয়া জায়যে।

৫- দাওয়াতরে আহ্বানে সাড়া দলিে ওয়াজবি ছড়েে দওেয়া অথবা এর চয়েে বশেি গুরুত্বপূর্ণ কছিু পরত্যিাগ করার ব্যাপার যনে না ঘটে। যদি এমনটি হয়, তাহলে আহ্বানে সাড়া দওেয়া হারাম হবে।

৬- এতে সাড়াদানকারীর ক্ষতি নহিতি না থাকা। যমেন: যদি তার সফররে প্রয়োজন হয় অথবা পরবিাররে সদস্যকে রখেে যতেে হয় যারা তার উপস্থতিরি মুখাপক্ষেী অথবা এ ধরনরে অন্য কোনো ক্ষতি।[আল-কাওলুল মুফীদ (৩/১১১) থকেে ঈষৎ পরবির্তত]ি

কছিু আলমে আরকেটি শর্ত বৃদ্ধি করনে:

৭- দাওয়াতকারী দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তকিে নর্িদষ্টিভাবে দাওয়াত দওেয়া। যদি একটি আম মজলসিে উপস্থতি সবাইকে তার

ওলীমায় উপস্থতি হওয়ার আহ্বান করনে এবং তাদরে মধ্যে দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তওি থাকনে, তাহলে অধকিাংশরে মতে তার উপস্থতিি আবশ্যক নয়।

এখান থকেে বোঝা যায় যে এ ধরনরে দাওয়াতে উপস্থতিি আপনার উপর আবশ্যক নয়; বরং হারাম হবে। যদি আপনি সখোনে মন্দকে পরবির্তন করতে না পারনে অথবা আপনার উপস্থতিরি কারণে স্বামীর অধকিার কংিবা সন্তানরে অধকিার নষ্ট হয়; যমেন: তাদরেকে প্রতপিালন করা, তাদরেকে দখেভাল করার ওয়াজবি দায়ত্বি। অধকিন্তু, আপনি যদি দাওয়াত প্রদানকারীদরে ক্ষতি ও অনষ্টি থকেে বাঁচতে না পারনে। এই ওজররে কারণে যখোনে ওয়াজবি দাওয়াতে উপস্থতি থাকার আবশ্যকতা রহতি হয়ে যায় সখোনে এর থকেে নচিরে পর্যায়রে দাওয়াত তো আরো অগ্রাধকিার ভত্তিতিে বাতলি হয়ে যায়।

নারীকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাকে যে দাওয়াতে যতেে আহ্বান করা হয়ছেে সখোনে যাওয়ার জন্য আগে নজিরে স্বামীর কাছ থকেে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আপনার কর্তব্য হলো, আপনি এ বোনদরেকে তাদরে দ্বীনী-দুনয়িাবী উপকার হয় এমন কাজে নজিদেরে মজলসি ও সময় ব্যয় করার উপদশে দবিনে। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে এমন-সব মজলসিরে পরণিতি থকেে সতর্ক করছেনে যগেুলোতে আল্লাহ তাআলার স্মরণ করা হয় না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "কোন সম্প্রদায় যদি এমন কোনো মজলসিে বসে যাতে আল্লাহর যকিরি করা হয় না এবং তাদরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করা হয় না সটেি তাদরে জন্য আফসোসরে ব্যাপার হবে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করনে তো তাদরেকে শাস্তি দবিনে। আর যদি চান তো তাদরেকে ক্ষমা করে দবিনে।"[হাদীসটি তরিমযিী (৩৩০২) বর্ণনা করনে। তনিি বলনে: এটি হাসান সহীহ হাদীস। শাইখ আলবানী এটকিে সহীহ বলছেনে, যমেনটা সহীহুত তরিমযিীতে (৩/১৪০) বলছেনে]

সুনানে আবু দাউদে (৪২১৪) ও অন্যান্য গ্রন্থে আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হয়ছেে যে, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "কোনো সম্প্রদায় যদি এমন কোনো মজলসি থকেে উঠে যায় যখোনে আল্লাহর স্মরণ করা হয় না; তারা যনে একটি গাধার মৃতদহে থকেে উঠে গলে, আর সটেি তাদরে জন্য আফসোসরে কারণ হবে।"[ইমাম নববী রয়িাদুস সালহিীন গ্রন্থে (৩২১) হাদসিটকিে সহীহ বলছেনে এবং শাইখ আলবানীও এই মতরে ক্ষত্রেে তার অনুসরণ করছেনে]

সুতরাং তাদরে কাছে মৌখকিভাবে কংিবা লখিতিভাবে এই উপদশেগুলো পৌঁছে দনি। আর যদি আপনি এর চয়েে বাড়তি কছিু করে তাদরেকে নজিরে বাড়তিে দাওয়াত দনে এবং তাদরে এই সমাবশেরে সুযোগকে কাজে লাগয়িে আপনি আল্লাহর যকিরিরে একটি জলসার আয়োজন করতে পারনে। এর সাথে আপনি তাদরে কাছে প্রয়ি এমন বধৈ কছিু বষিয় যুক্ত করতে পারনে। হতে পারে আল্লাহ আপনার বদৌলতে এমন মজলসিগুলো থকেে উপকৃত হওয়ার উত্তম ধারা চালু করে দতিে পারনে।

আল্লাহই তৌফকিদাতা।